যুগাদ্যা শক্তপীঠ

যুগাদ্যা শক্তপীঠ মন্দির - ক্ষীরগ্রাম

অন্নদামঙ্গলে বলা হয়েছে ,
‘ক্ষীরগ্রামে ডানি পার অঙ্গুষ্ঠ বৈভব। /যুগাদ্যা দেবতা ক্ষীরখণ্ডক ভৈরব।। ’মানে দেবী যুগাদ্যা ও ভৈরব ক্ষীরখণ্ডক।

মন্দিরে দেবী শক্তি এবং ভগবান কালভৈরবের মন্দির রয়েছে। বেশিরভাগ জায়গায় দেবী শক্তি এবং ভগবান কালভৈরব বিভিন্ন নামে বিভিন্ন শক্তপীঠে বিরাজমান। এটি 51টি পবিত্র শক্তপীঠের মধ্যে একটি যাকে শ্রী যুগাদ্যা দেবী শক্তপীঠ বলা হয় যেখানে সতীর ডান পায়ের আঙুলের একটি অংশ পতিত হয়েছিল।

কাটোয়া-বর্ধমান রেলপথে কাটোয়া থেকে 17 আর বর্ধমান থেকে 36 কিলোমিটার দূরে কৈচর স্টেশন। বাস বা রিকশায় কৈচর থেকে 4 কিমি যেতে ক্ষীরগ্রামের পশ্চিমে দেবী যোগাদ্যা উমা অর্থাৎ সিংহপৃষ্ঠে আসীন কালো কোষ্ঠীপাথরের দশভুজা মহিষমর্দিনী। মন্দির লাগোয়া ক্ষীরদিঘির জলে দেবীর বাস।

যোগধ্যা শক্তি পীঠ বা শ্রী যুগাদ্যা দেবী শক্তি পীঠ পশ্চিমবঙ্গের ক্ষীরগ্রাম গ্রামে অবস্থিত। দেবীর মূর্তি যুগাদ্যা নামে পরিচিত। এখানে ভগবান শিব ক্ষীরকণ্ঠ নামে পরিচিত। প্রাচীন যুগের আদি মন্দিরটি মুসলিম আক্রমণে ধ্বংস হয়ে যায়। পরবর্তীতে 1770-80 সালে, মন্দিরের কাঠামোর দক্ষিণ দিকে রাজা কীর্তি চন্দ্র পুনর্নির্মাণ করেন।
পৌরাণিক কাহিনী অনুসারে, এই বিশেষ শক্তপীঠে দেবী সতীর ডান পায়ের আঙুল পড়েছিল। এটি বিশ্বাস করা হয় যে দেবতা মন্দিরের নিকটবর্তী পুকুর খিরিদিঘির নীচে ডুবে রয়েছেন। প্রতি বৈশাখী সংক্রান্তিতে, তিনি জল থেকে বেরিয়ে আসেন এবং মন্দিরের ভিতরের গর্ভগৃহে রাত্রিযাপন করেন। যজ্ঞ এবং বিশেষ পূজার পর, তিনি আবার খিরিদিঘির জলে ফিরে যান যেখানে তিনি ভগবান ক্ষীরাকণ্ঠ, তার স্বামী এবং ভগবান শিবের অবতারের সাথে থাকেন। ভক্তরা বিশ্বাস করেন যে পুরানো কিংবদন্তি অনুসারে, একই অভ্যাস যুগ যুগ ধরে চলে আসছে।

যুগাদ্যা মন্দির, ক্ষীরগ্রাম শক্তপীঠ,
ক্ষীরগ্রাম, জেলা-বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ,
ভারত, পিনকোড - 713143।